৭.৪. ক্ষমতার ধারণা (Concept of Power)

ক্ষমতা বলতে মানুষের আচার-ব্যবহারকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্যকে বোঝায়। অর্থাৎ ক্ষমতা হল এক ধরনের শক্তি-সামর্থ্য বা দক্ষতাপ্রসূত এক রকম প্রভাব। এই শক্তি-সামর্থ্য বা প্রভাবের দ্বারা মানুষের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করা যায়। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেড-ডি-গ্রাজিয়া (Alfred-de-Grazia)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ ''Power is the ability to make decisions influencing the behaviour of men.'' বস্তুত ক্ষমতা বলতে সাধারণ কোন প্রভাবকে বোঝান হয় না।

ক্ষমতার ধারণা

ক্ষমতার সঙ্গে বর্তমান থাকে বলপ্রয়োগের ভিত্তি। সুতরাং ক্ষমতার ধারণার মধ্যে নিহিত আছে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করানোর বিষয়। ক্ষমতার ধারণার এই দিকটি ধরা পড়েছে ল্যাসওয়েল ও ক্যাপলান (H. D. Lasswell and A. Kaplan) প্রদত্ত সংজ্ঞায়। এই দুই সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের *'Power and Society'* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ ''It is the threat of sanctions which differentiates power from influence in general...it is the process of affecting policies of others with the help of (actual or threatened) severe deprivations of non-conformity with the policies intended.'' ল্যাসওয়েল ও ক্যাপলানের অভিমত অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণই হল ক্ষমতা (''Power is participation in the making of decisions.''). এই দুই রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানীর মতানুসারে এক বিশেষ ধরনের প্রভাবের প্রয়োগই হল ক্ষমতা।

র‍্যাফেল (D. D. Raphael) তাঁর *Problems of Political Philosophy* শীর্ষক গ্রন্থে ক্ষমতার ধারণাকে নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষমতার

ধারণাটিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে সাধারণভাবে ক্ষমতা বলতে বোঝায় শক্তি-সামর্থ্য বা দক্ষতাকে। আবার ক্ষমতা অর্থে বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকেও বোঝায়। কোন ব্যক্তি এই বলপ্রয়োগের ক্ষমতার মাধ্যমে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। র‍্যাফেল বলেছেন ঃ "...the word 'Power', ...comes to acquire associations with enforcement." আবার সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে ক্ষমতা হল অন্যান্যদের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করানোর সামর্থ্য। র‍্যাফেল বলেছেন ঃ "...a specific kind of ability, the ability to make other people to do what one wants them to do."

র‍্যাফেলের অভিমত

সুতরাং ক্ষমতা হল এক ধরনের সামর্থ্য (ability)। এই সামর্থ্য অনুমোদন (sanctions) যুক্ত। এই অনুমোদনযুক্ত সামর্থ্যের সাহায্যে আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ক্ষমতার মধ্যে বর্তমান থাকে বলবৎকরণের ব্যবস্থা বা অনুমোদন। এবং ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিধি এই অনুমোদনের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ক্ষমতার অনুমোদন যদি ব্যাপক হয়, তা হলে ক্ষমতার এক্তিয়ারও ব্যাপক হয়ে থাকে। ক্ষমতার পিছনে এই অনুমোদন ইতিবাচক হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে। ইতিবাচক অনুমোদনের উদাহরণ হিসাবে প্রলুব্ধ করে অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করার কথা বলা যায়। আবার নেতিবাচক অনুমোদনের উদাহরণ হিসাবে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়ে অপরের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা যায়। এই দু'ধরনের অনুমোদনের সংযুক্ত প্রয়োগ রাজনীতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

অনুমোদনযুক্ত সামর্থ্য

৭.৫. রাজনীতিক ক্ষমতা (Political Power)

অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan R. Ball) তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে রাজনীতিক ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে রাজনীতির আলোচনায় ক্ষমতা হল কেন্দ্রীয় ধারণা। রাজনীতি বলতে বিরোধের মীমাংসাকে বোঝায়। এবং বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমেই স্থিরীকৃত হয় কিভাবে বিরোধের মীমাংসা হতে পারে। এবং এই ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝা যায় সংশ্লিষ্ট সকলে বিরোধের মীমাংসাকে যথাযথভাবে কার্যকর করবে কিনা। অধ্যাপক বল বলেছেন ঃ "It (political power) is a key concept in the study of politics, for if politics is the resolution of conflict, the distribution of power within a political community determines how the conflict is to be resolved; and whether the resolution is to be effectively observed by all parties." প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই ক্ষমতার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাজনীতিক আচার-আচরণ যে সমস্ত বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয় তার মধ্যে ক্ষমতা হল মুখ্য। এই সমস্ত কারণের জন্য আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্ষমতার ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

ক্ষমতার ধারণার গুরুত্ব

ক্ষমতার সংজ্ঞা প্রদান সহজ নয়। কারণ এ বিষয়ে সর্বজনীন তত্ত্ব নেই। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা ক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাই সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়নি। এই কারণে ক্ষমতার ধারণাটি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জটিলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বল বলেছেন ঃ "...from the beginning we are in terminological difficulties as there is little agreement on the definitions of such terms as 'power', 'influence' and 'authority'." এ

বিভিন্ন মতামত

প্রসঙ্গে অধ্যাপক বল ম্যাকেঞ্জি (W. J. M. Mackenzie) এবং উট্টন (G. Wootton)-এক মনোজ্ঞ মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ম্যাকেঞ্জি তাঁর *Politics and Social Science* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "...devastating confusion in the use of terminology..." উট্টন তাঁর *Interest Groups* শীর্ষক গ্রন্থে ক্ষমতার ধারণা সম্পর্কে বলেছেন : "...a real Irish bog of a subject that has claimed many victims, not all of them innocent."

ব্যাপক অর্থে বিচার করলে সকল রকম সম্পর্কের পরিস্থিতিই হল ক্ষমতার পরিস্থিতি। সকল সমাজবিজ্ঞানেই সম্পর্ক বিষয়ক ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোচনা থাকে। এ দিক থেকে সকল সমাজবিজ্ঞানকে ক্ষমতার আলোচনা বলা যেতে পারে। রাজনীতিক ক্ষমতা হল সম্পর্ক বিষয়ক এক ধরনের ঘটনা বা পরিস্থিতি। ইস্টন (David Easton) তাঁর *The Political System* শীর্ষক গ্রন্থে ক্ষমতার ধারণাকে সম্পর্কের ধারণা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতানুসারে ক্ষমতা হল এক ধরনের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজকর্মকে নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অর্থাৎ অপরের কাজকর্মের উপর প্রভাব কায়েম করার সামর্থ্যই হল ক্ষমতা। এক ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে এই সামর্থ্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে ক্ষমতা ও প্রভাব সমার্থক নয়। সকল প্রভাবকে ক্ষমতা বলা যায় না। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রভাবিত হয়, সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাকে বা তাদেরকে শাস্তি দিতে পারে। রাজনীতিক ক্ষমতার ব্যাপকতার মাত্রা নির্ভর করে শাস্তি বিধানের ভীতির মাধ্যমে অপরের কাজকর্ম ও সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণের মাত্রার উপর।

ক্ষমতা হল এক ধরনের সম্পর্ক—ইস্টনের ব্যাখ্যা

অধ্যাপক বলের অভিমত অনুসারে রাজনীতিক ক্ষমতা হল একটি সম্পর্ক। তিনি বলেছেন : "Political power is a relationship." তাঁর আরও অভিমত হল, রাজনীতিক ক্ষমতা বলতে বোঝায় শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরের আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য। তাঁর কথায় : "Political power is, then, the capacity to affect another's behaviour by the threat of some form of sanction." সুতরাং এই ভীতি প্রদর্শনের সামর্থ্য যত বেশী ব্যাপক ও কার্যকর হবে, রাজনীতিক ক্ষমতাও তত বেশী হবে। এই ভীতি প্রদর্শনের বিষয়টি নেতিবাচক বা ইতিবাচক হতে পারে। ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সম্পদ ও সম্মান প্রদানের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সমর্থকদের তাঁর ইচ্ছার অনুবর্তী করতে পারেন। অথবা তিনি তাঁর বিরোধীদের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখাতে পারেন। অর্থাৎ অধ্যাপক বল রাজনীতিক ক্ষমতা বলতে যে সম্পর্কের কথা বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আদেশের অনুগামী হওয়ার জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির প্রলোভন বা আদেশ অমান্য করার কারণে শাস্তি ভোগের ভীতি সংযুক্ত থাকে। অধ্যাপক বল বলেছেন : "The greater the sanction, or the more numerous the sanctions, the greater will be the political power. The sanctions may be negative or positive." সুতরাং সম্মান ও সম্পদের প্রলোভন এবং এর থেকে অপসারিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন—উভয়ই রাজনীতিক ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং রাজনীতিক ক্ষমতার প্রয়োগ পর্যালোচনা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রলোভন বা ভীতি প্রদর্শনের নজির পাওয়া যাবে। রাজনীতিক ক্ষমতাধিকারীর বিরোধিতা করার শাস্তি অধিকতর কঠোর হতে পারে। এমনকি কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হতে পারে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বল বলেছেন : "These latter penalties are usually reserved for the state, and those also control the state often wield the strongest political power." সাধারণত রাজনীতিক ক্ষমতার প্রতি আনুগত্যের উৎস হল শাস্তির ভয়। এই কারণে প্রায়শই দেখা যায় রাজনীতিক

রাজনীতিক ক্ষমতা একটি সম্পর্ক — বলের ব্যাখ্যা

ক্ষমতাধিকারীরা আনুগত্য আদায়ের জন্য ভীতি প্রদর্শন বা শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। তবে অধ্যাপক বল এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে আনুগত্য আদায়ের জন্য যত বেশী শাস্তি প্রদানের কারণে ভীতি প্রদর্শন বা দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করা হবে রাজনীতিক ক্ষমতার দুর্বলতা তত বেশী করে প্রতীয়মান হবে। আনুগত্য স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত হলে রাজনীতিক ক্ষমতা অধিকতর দৃঢ়ভিত্তিক হয়। অধ্যাপক বল এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ ''...indeed a too frequent use of these penalties may be an indication of the weakening of that political power.''

প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষমতার ধারণা সম্পর্কিত এখনকার অধিকাংশ সংজ্ঞাই ক্ষমতার সম্পর্কগত প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অরগানস্কি (Organski) তাঁর *World Politics* শীর্ষক গ্রন্থে ক্ষমতার ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনিও ক্ষমতাকে একটি সম্পর্ক হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে ক্ষমতা হল নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে অপরের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য। এবং এই কারণে ক্ষমতা কোন বস্তু নয়; এ হল একটি সম্পর্কের অংশ। সকল সম্পর্কের মধ্যেই একটি ক্ষমতার ধারণা নিহিত থাকে। তিনি বলেছেন ''Indeed, there is a power aspect to every relationship.'' *Constitutional Government and Democracy* শীর্ষক গ্রন্থে ফ্রেডরিক (Karl Friedrich)-এর অভিমত অনুসারে ক্ষমতা হল এক ধরনের মানবিক সম্পর্ক (''Kind of human relationship.'')। মরগেণথাউ (H. J. Morgenthau) তাঁর *'Politics Among Nations* গ্রন্থে রাজনীতিক ক্ষমতার ধারণাকে সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতানুসারে রাজনীতিক ক্ষমতা হল এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক। যাঁরা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং ক্ষমতা যাঁদের উপর প্রযুক্ত হয় তাঁদের মধ্যেই এই সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। মরগেণথাউ বলেছেন ঃ ''Political Power is a psychological relations between those who exercise it and those over whom it is exercised.'' ফ্রাঙ্কেল (J. Frankel) তাঁর *International Politics* শীর্ষক গ্রন্থে ক্ষমতার ধারণা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতানুসারে অন্য মানুষের মন ও ক্রিয়াকলাপের উপর রাজনীতিক ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত

রাজনীতিক ক্ষমতার সম্পর্কগত প্রকৃতির উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তা হলে এই সম্পর্কের সঙ্গে আচরণগত দিকটির সংযোগকেও অস্বীকার করা যাবে না। কারণ রাজনীতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয় অপরের আচরণকে সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত করতে পারলে। সুস্পষ্ট আচরণের মাধ্যমেই ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। রাজনীতিক ক্ষমতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে আচরণগত উপাদান সম্পর্কযুক্ত। কারণ ক্ষমতা হল এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্পর্ক। অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছাড়া ক্ষমতা প্রয়োগের কথা ভাবা যায় না। এই কারণে জনহীন কোন অঞ্চলে নিঃসঙ্গ ব্যক্তির ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্ন অর্থহীন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপক বল রবিনসন ক্রুসো (Robinson Crusoe)-র নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা বলেছেন।

রাজনীতিক ক্ষমতার আচরণগত উপাদান

৭.৬. ক্ষমতার প্রকৃতি (Nature of Power)

ক্ষমতা হল মূলত একটি সম্পর্কমূলক (relational) বিষয়। ক্ষমতা কোন সাধারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। অপরের আচরণকে প্রভাবিত বা পরিচালিত করার সামর্থ্যকেই বলা হয় ক্ষমতা। সুতরাং একজনের ক্ষমতা অন্য কোন ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির উপরই থাকতে পারে। জার্মান রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-ও সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার ধারণা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে কোন বা কতিপয় ব্যক্তি একদল ক্রিয়াকারীর প্রতিবন্ধকতা

ক্ষমতা সম্পর্কমূলক বিষয়

সত্ত্বেও নিজেদের ইচ্ছাকে কার্যকর করার সুযোগ ব্যবহার করতে পারলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে বলা হয় ক্ষমতাবান। সুতরাং ক্ষমতা বলতে অপরের উপর ক্ষমতাকে বোঝায়। স্বভাবতই ক্ষমতা হল একটি সম্পর্কমূলক বিষয়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় (Amal Kumar Mukhopadhyay) তাঁর *Political Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Since Power is the capacity to affect other's behaviour; it is basically relational and not a simple personal property, one can have power only over others." তবে অনেক সময় অপরের উপর ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টিকে বাদ দিয়েই ক্ষমতার কথা বলা হয়। যেমন বলা হয় ক্ষমতাবান বা শক্তিশালী জাতি, ক্ষমতাশীল পরিবার প্রভৃতি। সাধারণত সমৃদ্ধ সামরিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটি জাতিকে ক্ষমতাবান বলা হয়। আবার ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ পরিবারকেও ক্ষমতাশালী বলা হয়। এক্ষেত্রে সামরিক শক্তি ও ধন-সম্পদকে ক্ষমতার সমার্থক হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়। আসল বিষয় হল সামরিক শক্তি একটি জাতিকে এবং ধন-সম্পদ একটি পরিবারকে অপরের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সামর্থ্য যোগায়। সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রেও ক্ষমতার ধারণার মধ্যে সম্পর্কমূলক বিষয়টি বর্তমান।

ক্ষমতা সম্পর্কমূলক বলেই আচরণমূলক (behavioural)-ও বটে। ক্ষমতা যেহেতু সম্পর্কমূলক বিষয়, সেই কারণে ক্ষমতা হল একটি আচরণমূলক বিষয়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "....to say that power is relational is also to imply that it is behavioural." ক্ষমতা নিহিত থাকে দু'জন ক্রিয়াকারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। একজনের ব্যক্ত ব্যবহার অন্যজনের ব্যক্ত ব্যবহারকে প্রকাশ্যে প্রভাবিত করতে পারলে ক্ষমতা প্রয়োগের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ ক্ষমতা মূর্ত হয় একজন ক্রিয়াকারীর প্রকাশ্য আচরণকে প্রভাবিত করতে পারলে। সুতরাং ক্ষমতা নির্ভর করে অপরের কাজকর্মকে প্রভাবিত করার সামর্থ্যের উপর। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জনসন (Harry M. Johnson)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। *Sociology : A Systematic Introduction* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন : "...power largely consists in the ability to influence the actions of other people."

ক্ষমতা আচরণমূলক বিষয়

আচরণমূলক অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে ক্ষমতার কথা আসে না। বিত্তবান ও বিদ্বান দু'জন ব্যক্তি ক্ষমতাবান এমন বলা যায় না। যদি বিত্তবানের বিত্ত এবং বিদ্বানের বিদ্যার ব্যবহারিক পরিণাম ব্যক্ত হয়, তা হলেই সংশ্লিষ্ট দু'জন ব্যক্তির ক্ষমতার তুলনামূলক পরিমাণ অনুধাবন করা যায়। এই কারণে বলা হয় যে, ক্ষমতা আচরণমূলক এবং পরিমাপযোগ্য ও তুলনাযোগ্য। ব্যবহারিক পরিণামের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার পরিমাপ ও তুলনামূলক পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। বিত্তবান ব্যক্তির অর্থবল প্রয়োগের ফলাফল এবং বিদ্বান ব্যক্তির পাণ্ডিত্য প্রয়োগের ফলাফলের তুলনামূলক পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের ক্ষমতা পরিমাপ করা যায় বা তুলনা করা যায়।

পরিমাপযোগ্য ও তুলনাযোগ্য

ক্ষমতা আবার পরিস্থিতিমূলক (situational)। সম্পর্কমূলক এবং আচরণমূলক ক্ষমতা পরিস্থিতিমূলকও বটে। যে কোন ক্রিয়াকারীর ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকারী কোন পরিস্থিতিতে কি রকম ভূমিকায় অবতীর্ণ তাও অনুধাবন করা আবশ্যক। কারণ ভূমিকা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়াকারীর ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। এই কারণে ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা ও বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার পর্যালোচনা প্রয়োজন। ভূমিকা ও পরিস্থিতিগত পার্থক্যের জন্য ক্রিয়াকারীর ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে বা ক্ষমতার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ভারতের লোকসভার স্পীকার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সভার সদস্যদের উপর যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ভোগ করেন,

ক্ষমতা পরিস্থিতিমূলক

৭.৭. ক্ষমতার ভিত্তি (Power Bases)

ক্ষমতা ও ক্ষমতা-সম্পর্ক (power-relation) প্রসঙ্গে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য ক্ষমতার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। ক্ষমতার ভিত্তি সম্পর্কিত ধারণা ব্যতিরেকে ক্ষমতা সম্পর্কের ধারণা সম্পূর্ণ হতে পারে না। ক্ষমতার বহু ও বিভিন্ন ভিত্তি থাকতে পারে এবং থাকে। রাজনীতিক সংস্কৃতি পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার ভিত্তিতে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। আবার অভিন্ন রাজনীতিক সংস্কৃতির মধ্যেও বিভিন্ন ক্ষমতা-কাঠামো বর্তমান থাকে। অর্থাৎ অভিন্ন রাজনীতিক সংস্কৃতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার ভিত্তিতে তারতম্য থাকে।

ক্ষমতার বিভিন্ন ভিত্তি

ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা হয়। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধনসম্পদ, হিংসা প্রয়োগের যন্ত্রসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ, পারিবারিক প্রাধান্য-প্রতিপত্তি, দক্ষতা, সামর্থ্য প্রভৃতি। প্রভূত ধন-সম্পদের মালিকানা ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। সম্পদের মালিকানা মালিককে অপরের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে সাহায্য করে। বিশেষতঃ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে সম্পদের গুরুত্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে অন্যের উপর ক্ষমতা বিস্তারের অন্যতম উপায় হিসাবে হিংসা প্রয়োগের যন্ত্রসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় (Dr. Amal Kumar Mukhopadhay) তাঁর *Political Society* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "...one may have power over another because of his control over the instruments of violence." ব্যক্তিগত দক্ষতা (personal skill) ক্ষমতার অন্যতম ভিত্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় অন্যান্যদের উপর ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম হয়। পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তিও ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার এই ভিত্তিটির তাৎপর্য বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। আবার ক্ষমতা নিজেই ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে সক্রিয় হতে পারে এবং হয়। একটি ক্ষেত্রে ক্ষমতা অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করে। সুতরাং ক্ষমতা নিজেই হল ক্ষমতা বিস্তারের সহায়ক।

ক্ষমতা-সম্পর্কের সৃষ্টি

কেবলমাত্র ক্ষমতার ভিত্তির অস্তিত্ব যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। ক্ষমতার ভিত্তি বর্তমান থাকলেই ক্ষমতায় কার্যকর হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হল উপযুক্ত দক্ষতার। ক্ষমতার ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে এই দক্ষতাও থাকা দরকার। আবার যোগ্যতার উপর এই দক্ষতা নির্ভরশীল। ক্ষমতার ভিত্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্যতার সহাবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠে ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয়

সামর্থ্যের (capability for power)। এই সামর্থ্যের সঙ্গে অপরের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ বা অপরের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করার ইচ্ছা সংযুক্ত হলে সৃষ্টি হয় ক্ষমতা-সম্পর্কের (power-relation)। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : "...power emerges whenever the capability for power is combined with a will to affect the behaviour of others."

ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। একজন ক্রিয়াকারী অপরের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু ক্রিয়াকারী এখানেই থেমে থাকে না। সে ক্ষমতার এই সম্পর্ককে অব্যাহত রাখতে চায়। এবং এই উদ্দেশ্যে ক্রিয়াকারী যার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার স্বার্থের অনুকূলে নিজের অবস্থানেরও অল্পবিস্তর সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। বিভিন্ন রাজনীতিক অবস্থায় এ ধরনের প্রবণতা প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ক্ষমতা-সম্পর্ক (power-relation) হল একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ (symmetrical) বিষয়। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতা প্রযুক্ত হওয়ার পর ক্ষমতার অবশিষ্টাংশ ক্ষমতার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুনরায় প্রয়োগের কাজে ফিরে আসে। এইভাবে ক্ষমতাবান (power holder) এবং ক্ষমতা প্রভাবিতের (power addressee) মধ্যে এক রকম সামঞ্জস্যপূর্ণ-সম্পর্ক (symmetrical relation) গড়ে উঠার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে বলা হয় যে ক্ষমতার সম্পর্ক হল সামঞ্জস্যপূর্ণ-সম্পর্ক।

ক্ষমতা-সম্পর্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ

কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতা-সম্পর্কের অসুবিধা আছে। ক্ষমতার পরিমাপ ও তুলনার ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দেখা দেয়। এই অসুবিধা নিরসন প্রসঙ্গে হারবার্ট সাইমন (Herbert A. Simon) তাঁর রাজনীতিক ক্ষমতার পর্যালোচনা ও পরিমাপ সম্পর্কিত এক রচনায় বলেছেন : "This difficulty can be handled in either of two ways : (1) We can give up the idea that the relation is asymmetrical; or (2) we can add an asymmetrical relation operationg in the opposite direction from the first." এইভাবে ক্ষমতাকে যদি অসামঞ্জস-সম্পর্ক (asymmetrical relation) হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে দুটি ক্ষমতা-সম্পর্ককে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করা যায়। এবং এটাই যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন হয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুই ক্ষমতা-সম্পর্ক সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি সময়ের ব্যবধান বর্তমান থাকে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "...taking power as an asymmetrical relation, we may take the two power relations between A and B separately and this is quite justified since in most cases there is a time lag between the operation of these two sets of power relations."

ক্ষমতাই ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে (Power Limits Power) : সকল সমাজেই ক্ষমতার অস্তিত্ব বর্তমান। এবং ক্ষমতা অর্জনের আগ্রহ ও উদ্যোগ মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে। ক্ষমতা লাভের জন্য মানুষের আগ্রহ-আয়োজনের আধিক্য অনস্বীকার্য। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ কাজ করে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অর্থ,

ক্ষমতার দ্বারা ক্ষমতার সীমা নির্ধারিত হয়

যশ, মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অনুকূল অবদান অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া ক্ষমতা অধিকতর ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করে। সুতরাং ক্ষমতা লাভের জন্য মানুষের মধ্যে আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষমতার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকলেই মানুষ ক্ষমতাবান হয়ে যায় না। এবং স্বভাবতই ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই ক্ষমতাবান নয়। কোন একজন ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী ক্ষমতাবান হতে পারবে কিনা এবং যদি হয়, তাহলে কি পরিমাণ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে তা নির্ভর করে ক্ষমতাকাঙ্ক্ষীর ইচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর। কিন্তু একবার ক্ষমতার অধিকারী হতে পারলে মানুষ অধিকতর ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়। মানুষ ক্ষমতার স্বাদ একবার পেলে, ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে চায় না। ক্রমান্বয়ে অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের আগ্রহ দেখা

দেয়। ক্ষমতাই আবার ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে থাকে। অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের উদ্যোগ নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যান্য ক্ষমতাবানদের অনুরূপ উদ্যোগের দ্বারা। অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের জন্য অন্যান্য ক্ষমতাবানও উদ্যোগী ও অগ্রসর হলে প্রত্যেক ক্ষমতাবানেরই অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাবান অধিকতর ক্ষমতাবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া যার বা যাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তার বা তাদের প্রতিরোধও ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।

ক্ষমতার উপর অন্যান্য সীমাবদ্ধতা

ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার পিছনে অন্যান্য বিষয়ও বর্তমান। ক্ষমতার সম্প্রসারণের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হল ক্রিয়াকারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতার জন্য কোন ক্ষমতাবানের অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের জন্য উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োজন হয়। এই প্রযুক্তিগত দক্ষতা ক্রিয়াকারীর থাকে না, বা তা অর্জন বা আয়ত্ত করার সুযোগও থাকে না। স্বভাবতই ক্রিয়াকারীর পক্ষে অধিকতর ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। আবার উৎসের ও সম্পদের অপ্রতুলতাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপের ক্ষেত্রে সমকালীন সমাজব্যবস্থার প্রচলিত প্রথা-প্রকরণের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান বিধি-রীতি ক্রিয়াকারীর ক্ষমতার পরিধির উপর সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল ও অ্যাব্রাহাম ক্যাপলান (Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan) তাঁদের *Power and Society* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই দুই রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন ঃ **"The mores at any given time may put outside the scope of power such practices as those of religion and sec; In some societies mores directly concern power itself, sanctions being applied for example, to any sort of personal ambition or aggressiveness."**

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে ক্ষমতা হল রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং এই ক্ষমতা হল একটি সম্পর্ক-সম্ভূত বিষয়। ক্ষমতার সঙ্গে এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক সম্পৃক্ত। এই সম্পর্ক হল ক্ষমতাবান (power holder) এবং ক্ষমতা-প্রভাবিতের (power addressee) মধ্যে সম্পর্ক। এই সামাজিক সম্পর্কই ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগকে প্রভাবিত করে। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার গতি-প্রকৃতি ও পরিণতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, যে-কোন স্বেচ্ছামূলক সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিধি সমকালীন সমাজব্যবস্থার চেহারা-চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। গ্রামীণ ও পৌর সমাজব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

রাজনীতিক ক্ষমতা

রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের রাজনীতিক ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণ অর্থে ক্ষমতা বলতে যা বোঝায় তার থেকে রাজনীতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন বিষয় নয়। রাজনীতিক ক্ষমতাও সম্পর্ক-সঞ্জাত। রাজনীতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও সামাজিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে। এবং এই সম্পর্ক হল ক্ষমতাবান ও ক্ষমতা-প্রভাবিতের মধ্যে। তবে একটি ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য স্তরের ক্ষমতার সঙ্গে রাজনীতিক ক্ষমতার মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্রটি হল শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্র। রাজনীতিক ক্ষমতা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনসমূহের মাধ্যমে কার্যকর হয়। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এবং রাষ্ট্র সর্বাধিক শক্তিশালী ক্ষমতা সৃষ্টি ও প্রয়োগ করতে পারে। রাষ্ট্র চরম বা চূড়ান্ত শাস্তি প্রদান করতে পারে। রাষ্ট্র কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ **"The only speciality in the power of the state that it *recognises* is that the state can afford to wield**

the strongest power since it is able to reserve for itself the right to apply the severest sanctions like imprisonment and death penalty.''

দণ্ডবিধানের ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই সমাজের অন্যান্য স্তরের ক্ষমতার সঙ্গে রাজনীতিক ক্ষমতার তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানীরা রাজনীতিক ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগ পর্যালোচনার পক্ষপাতী। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে তাঁরা সামাজিক পরিবর্তনীয় সমূহের (variables) পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগ পর্যালোচনা করে থাকেন। সামাজিক পরিমণ্ডলগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন প্রকৃতির রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারা রাজনীতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। রাজনীতিক ক্ষমতা হল সামাজিক প্রক্রিয়ার শর্তাধীন। সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও ভূমিকা রাজনীতিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও পরিচালনার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক ক্ষমতারও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক প্রক্রিয়া ও রাজনীতিক ক্ষমতা

এলিটবাদ (Elitist Theory)

এলিটবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে তিনজন সমাজবিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন ভিল্‌ফ্রেডো প্যারেটো (Vilfredo Federico Damaso Pareto), মসকা (Gaetano Mosca) এবং মিচেল্‌স (Robert Michels)। এ প্রসঙ্গে সি. রাইট মিলস্ (C. Wright Mills)-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিক ক্ষমতার বণ্টন প্রসঙ্গে এলিটবাদীরা মার্কসবাদীদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কিত কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে এলিটবাদীরা মার্কসবাদীদের থেকে স্বতন্ত্র মত পোষণ করেন। তিনটি মূল ক্ষেত্রে বক্তব্যের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। (১) মার্কসবাদীদের অভিমত অনুসারে রাজনীতিক পরিকাঠামো হল আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক সমূহেরই অভিব্যক্তি। এলিটবাদীরা আর্থনীতিক বিষয়াদির গুরুত্বকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁরা আর্থনীতিক বিষয়কে সমাজের ক্ষমতা-কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে একমাত্র নির্ধারক হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী নন। এলিটদের ক্ষমতার উৎস বহু ও বিভিন্ন। এলিটদের হাতে রাজনীতিক উপায় পদ্ধতি থাকে। তার দ্বারাই তারা আর্থনীতিক শক্তিসমূহের মোকাবিলা করতে পারে। (২) মার্কসবাদীদের মতানুসারে শাসক শ্রেণী অর্গলবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে। শাসক শ্রেণী হল একটি আবৃত গোষ্ঠী (closed group)। এলিটবাদীরা এ তত্ত্ব মানেন না। তাঁদের অভিমত অনুসারে এলিটদের আবর্তন (Circulation of elite) ঘটে। উৎকর্ষমূলক উপাদানের ভিত্তিতে নিম্নতর শ্রেণীর মানুষও এলিট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এলিটবাদীদের মতানুসারে শাসকশ্রেণী কোন চিরস্থায়ী আবৃত শ্রেণী হতে পারে না। (৩) মার্কসবাদীরা শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলেন। মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় এক সময় শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি হবে। এলিটবাদীরা একথাও স্বীকার করেন না। এঁদের অভিমত অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস মানবসমাজে অনিবার্য ও অনস্বীকার্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষমতাবণ্টনের প্রশ্নে এলিটবাদী ও মার্কসবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নে এলিটবাদী ও মার্কস-বাদীদের মধ্যে মত-পার্থক্য

এলিটবাদ অনুসারে শাসকশ্রেণীকে বলা হয় এলিটশ্রেণী। গুণগত যোগ্যতার বিচারে যারা উন্নত সমাজে তারাই শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করে। সমাজের অন্যান্যরা শাসিত হয়ে থাকে। এলিটবাদ অনুসারে সমাজে ক্ষমতার উৎস হল এলিটরা। তারাই হল ক্ষমতার প্রয়োগকর্তা। এবং এই এলিট শ্রেণীই হল সমাজের প্রকৃত প্রভু। এলিটবাদ অনুসারে সমাজের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।

সমাজের রাজনীতিক ক্ষমতার বণ্টন প্রসঙ্গে এলিটবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও, রাজনীতিক ক্ষমতা বণ্টনের প্রক্রিয়া-প্রকরণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন এলিটবাদী সমাজবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্ষমতা বণ্টনের বিষয়টি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে এলিটবাদীদের অভিমত মোটামুটি চারটি দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এই চারটি দৃষ্টিভঙ্গি হল ঃ (ক) সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি, (খ) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, (গ) প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং (ঘ) আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি। ক্ষমতা বণ্টন বিষয়ক এলিটবাদীদের এই চারটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

(ক) সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি (Organisational Approach)

সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হিসাবে দু'জন এলটিবাদী সমাজবিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন মসকা (Gaetano Mosca) এবং মিচেলস্ (Robert Michels)। *The Ruling Class* শীর্ষক গ্রন্থে মসকা তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থটি নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। মসকার মতানুসারে মানবসমাজ ইতিহাসের সকল পর্যায়ে দু'ভাগে

বিভক্ত। শাসক ও শাসিত এই দুটি শ্রেণীতে সকল সমাজ বিভক্ত। এই শাসক শ্রেণী হল এলিট শ্রেণী। এদের তিনি 'রাজনীতিক শ্রেণী' (Political Class) হিসাবেও অভিহিত করেছেন। এই শ্রেণী হল সমাজে সংখ্যালঘু। কিন্তু এরাই সমাজের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সুবাদে শাসক শ্রেণী সব রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। মসকার মতানুসারে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং সর্বাপেক্ষা উন্নত ও শক্তিশালী নির্বিশেষে সকল সমাজে মূলত দুটি শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। এই দুটি শ্রেণীর একটি হল শাসক শ্রেণী এবং অন্যটি হল শাসিত শ্রেণী। শাসক শ্রেণী সব সময়ই সংখ্যালঘু। এরাই যাবতীয় রাজনীতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। সংখ্যালঘু শাসক শ্রেণীই ক্ষমতার উপর একাধিপত্য কায়েম এবং ক্ষমতা-সঞ্জাত সুযোগ-সুবিধাসমূহ ভোগ করে। অপরদিকে শাসিত শ্রেণী হল সব সময়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শাসকশ্রেণীর দ্বারাই এরা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণ কখনো মোটামুটি আইনানুগ, আবার কখনো স্বৈরাচারমূলক বা পীড়নমূলক। মসকা তাঁর *The Ruling Class* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "In all societies—from societies that are very meagrely developed and have barely attained the drawings of civilisation, down to the most advanced and powerful societies—two classes of people appear—a class that rules and a class that is ruled. The first class, always the less numerous, performs all political functions, monopolises power and enjoys the advantages that power brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and controlled by the first, in a manner that is now more or less, legal, now more or less arbitrary and violent."

শাসকশ্রেণীই হল ক্ষমতার অধিকারী

শাসকশ্রেণী বা এলিট শ্রেণী গঠিত হয় উন্নততর গুণগত যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে। উৎকর্ষ ও গুণগত বিচারে সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত উচ্চস্তরের। এলিটদের বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের উৎকর্ষের পিছনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এলিটদের মধ্যে আর্থনীতিক, সামরিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন গুণাবলীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সমাজভেদে এই সমস্ত গুণাবলী এক এক ধরনের হতে পারে। কোন কোন সমাজে সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্যকে শাসক-এলিটের যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে শাসক-এলিটের যোগ্যতা হিসাবে বিচক্ষণতা, কৌশল ও দক্ষতার কথা বলা হয়। মসকার মতানুসারে শাসক-এলিট শ্রেণী মুষ্টিমেয়। অথচ তারাই অগণিত শাসিতদের উপর শাসন ও কর্তৃত্ব কায়েম করে। এবং তারাই ভোগ করে সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা সিংহভাগ। মসকার ব্যাখ্যা হল এটা সম্ভব হয় এই কারণে যে, শাসক-এলিটরা বিশেষভাবে সুসংগঠিত। এবং তারা সংখ্যালঘু বলেই সুসংগঠিত। সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে সরাসরি এবং সহজ-সরল পারস্পরিক সংযোগ-সম্পর্ক বর্তমান থাকে। তারফলে প্রত্যক্ষ ও উন্নত পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে উঠে। স্বভাবতই সংখ্যালঘু শাসক-এলিটরা হল সুসংগঠিত, সুসংহত এবং বিশেষভাবে সচেতন ও সতর্ক। বিপরীতক্রমে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল অসংগঠিত। এই অবস্থায় অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠরা সুসংগঠিত সংখ্যালঘু শাসক-এলিটদের দ্বারা শাসিত হয়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "Once the elite position is thus secured, the elite manages to maintain its control over others just because it is organised and it is able to be organised only because it is a minority." ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয়ের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। মসকার মতানুসারে গণতন্ত্রে তত্ত্বগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, আইনের অনুশাসন, সাম্য ও সমানাধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে মুষ্টিমেয়েরই শাসন ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়। মসকা মন্তব্য করেছেন : "The power of any minority is irresistible as against

সংখ্যালঘু শাসক এলিটরা সুসংগঠিত

each single individual in the majority, who stands alone before the totality or the organised minority.''

সংখ্যালঘু শাসক-এলিটরা ক্ষমতাবান। কিন্তু মসকার মতানুসারে শাসক এলিটরা শুধুমাত্র ক্ষমতার অন্ধ প্রয়োগের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না বা করতে পারে না। তারা এই ক্ষমতার একটি নৈতিক ভিত্তি প্রদর্শন করতে চায়। অগণিত শাসিতকে সন্তুষ্ট করাই হল এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কেবলমাত্র দৈহিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করার ব্যাপারে শাসক এলিটকে সুনিশ্চিত করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে রাজনীতিক এলিটরা এটা প্রতিপন্ন করতে যত্নবান হয় যে, তাদের ক্ষমতা একটি নৈতিক ও আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতিক এলটিদের এই প্রক্রিয়া বা ফরমূলাকে মসকা বলেছেন 'রাজনীতিক' (political) ফরমূলা। সুতরাং সংখ্যালঘু শাসক-এলিটরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অনুধাবনের চেষ্টা করে। স্বভাবতই শাসক-এলিটদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ ও অভিপ্রায় প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে পারে।

শাসক-এলিটদের রাজনীতিক ফরমূলা

মস্কার মতানুসারে শাসক-এলিটদের অবস্থান চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয় থাকে না। অনেক সময় সমাজে নতুন সমস্যা, নতুন স্বার্থ, নতুন মতাদর্শ, নতুন ধর্ম, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। নতুন আর্থনীতিক স্বার্থ, মতাদর্শ, ধর্মীয় চেতনা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের চাপকে সমকালীন শাসক-এলিট অস্বীকার ও উপেক্ষা করতে পারে না। এ রকম চাপের মুখে রাজনীতিক এলিটকে আপস-মীমাংসার পথে এগোতে হয়। এ রকম অবস্থার উপযোগী নীতি নির্ধারণ করে রাজনীতিক এলিটরা নিম্নবর্গের কাছ থেকে আসা চাপের মোকাবিলা করে। তবে আন্দোলন উত্তাল ও হিংসাশ্রয়ী হয়ে পড়লে এ পথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। তখন অনন্যোপায় হয়ে শাসক-এলিট শ্রেণীতে নিম্নবর্গের যোগ্যতার ব্যক্তিদের অর্ন্তভুক্তির পথকে উন্মুক্ত করে দিতে হয়। তার ফলে আগেকার রাজনীতিক শ্রেণীর সঙ্গে নতুন উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটে। এইভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শাসক-এলিট শ্রেণীর গঠন বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে এবং এই শ্রেণী যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তারও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং এ কথা ঠিক নয় যে শাসক-এলিট শ্রেণী তার ক্ষমতার অবস্থান থেকে অপসারিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্যারি (G. Parry) তাঁর *Political Elites* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ ''The established elite would be renewed and invigorated by the ablest representatives of the new forces in the new society.''

রাজনৈতিক এলিট শ্রেণীর গঠন-বিন্যাসে পরিবর্তন

এ প্রসঙ্গে ইতালীর রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানী মিচেল্স (Robert Michels)-এর অভিমত সম্পর্কেও আলোচনা করা আবশ্যক। মিচেলসও এলিটবাদী সমাজবিজ্ঞানী। এবং এলিট শাসন সম্পর্কে মসকার মতই মিচেলসও সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। তবে বক্তব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মসকার সঙ্গে মিচেলসের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মিচেল্সের বক্তব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখা *Political Parties : A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy* শীর্ষক গ্রন্থে। গ্রন্থটির ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। মিচেলসের অভিমত অনুসারে আধুনিককালের সংগঠিত সমাজই এলিট শাসনের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সমাজে সম্যক সাংগঠনিক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কোন সংগঠন বা আন্দোলন সফল হতে পারে না। আবার যে কোন ধরনের সংগঠনে অস্তিত্ব ও সাফল্যের স্বার্থে উপযুক্ত নেতৃত্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনের নেতৃবর্গের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য। সংগঠনের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্যই এটা দরকার।

মিচেল্স সংখ্যালঘু শাসনের কথা বলেছেন

মিচেল্‌স সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্রের বা অভিজাততন্ত্রের লৌহবর্ম বিধি (iron law of oligarchy)-র কথা বলেছেন। তিনি গোষ্ঠীতন্ত্রের অনিবার্যতা বা সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসনের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'যারা সংগঠনের কথা বলে, তারা বস্তুত সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্রের কথা বলে ''(Who says organisation, says oligarchy'')।

গোষ্ঠীতন্ত্রের অনিবার্যতাকে প্রতিপন্ন করার জন্য মিচেল্‌স দু'ধরনের যুক্তির অবতারণা করেছেন। এই দু'ধরনের যুক্তির একটি হল সাংগঠনিক (organisational) এবং অপরটি হল মনস্তাত্ত্বিক (Psychological)। সাংগঠনিক যুক্তি দেখাতে গিয়ে তিনি বলছেন যে, কোন দল বা আন্দোলন যখন আয়তনে ও সাংগঠনিক দিক থেকে বৃদ্ধি পায় তখন বিশেষজ্ঞের জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা যায়। অন্যথায় তা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু অগণিত সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান আশা করা যায় না। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট কিছু আমলা এই জ্ঞান সরবরাহের ক্ষমতাযুক্ত। স্বভাবতই ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ এই মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে আসে। এইভাবে গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মিচেল্‌সের মতানুসারে গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের আর একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা সাহায্য করে। অগণিত সাধারণ মানুষ চায় তাদের হয়ে অন্য কেউ বা কিছু মানুষ রাজনীতিক দায়-দায়িত্ব পালন করুক। মানসিকভাবে তারা অপরের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পক্ষপাতী। কারণ, মিচেল্‌সের মতানুসারে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ হল নির্লিপ্ত, অলস, অজ্ঞ এবং দাসসুলভ মানসিকতাসম্পন্ন। সংখ্যাগরিষ্ঠের এই মানসিকতার সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এলিটশ্রেণী। সংখ্যালঘু এলিটরা ক্ষমতা করায়ত্ত করে এবং ক্ষমতার উপর অধিকার বহাল রাখে। এই গোষ্ঠী-শাসন স্থায়ী ও অনপনেয়। নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষ কখনই উপরের এলিটদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না। তবে সময়ে সময়ে নিম্নস্তরের কিছু কিছু ব্যক্তিকে এলিট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। তাতে কিন্তু এলিট গোষ্ঠীর ক্ষমতার ইতরবিশেষ ঘটে না। কারণ এলিট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নিম্নস্তর থেকে আসা ব্যক্তিবর্গ অচিরেই এলিট-প্রকৃতি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। অনেক সময় এলিট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে। কিন্তু সব সময়ই সেই বিদ্রোহকে দমন করা হয়। যদিবা কখনো কোন বিদ্রোহ সফল হয়, সে ক্ষেত্রে সফল বিদ্রোহের নেতৃবর্গ জনতার নামে নিজেরা ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। অর্থাৎ আগেকার এলিট গোষ্ঠী অপসারিত হয়ে নতুন এক এলিট গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাংগঠনিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি

(খ) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (Psychological Approach)

এলিটবাদের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হিসাবে ভিলফ্রেডো প্যারেটো (Vilfredo Pareto)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতালীর রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানী তাঁর *Mind and Society : A Treatise on General Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে।

প্যারেটো এলিট-শাসনের বিষয়টিকে মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। প্যারেটোর অভিমত অনুসারে এই মনস্তাত্ত্বিক কারণই হল মানব ইতিহাসের নির্ধারক। তাঁর মতানুসারে মানবসমাজের ইতিহাস হল শাসক-এলিট (ruling elite) এবং অ-এলিট (non elite)-দের মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাস। এলিট বলতে এমন এক মানব গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুণাবলীর অধিকারী। এলিটদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এলিটদের এই দুটি শ্রেণী হল : শাসক এলিট (governing elite) ও অ-শাসক এলিট (non-governing elite)। যে সমস্ত এলিট যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারী ভূমিকা পালন করেন অথবা সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, তাঁরা হলেন সরকারী এলিট। শাসক-এলিটরা হলেন

শাসক-এলিট ও অ-শাসক এলিট

ডেপুটি, সেনেটর, মন্ত্রী প্রভৃতি। এঁদের অধিকাংশই হলেন অনুরূপ পদে আসীন হওয়ার বা থাকার উপযুক্ত গুণগত যোগ্যতার অধিকারী। এই পর্যায়ের এলিট ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সকল এলিট হল অ-শাসক এলিট। অ-শাসক এলিটদের কাজকর্মের রাজনীতিক গুরুত্ব নেই। বিশেষ গুণগত যোগ্যতা ছাড়াও এলিট নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের নির্ণায়ক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

প্যারেটো এলিট-শাসনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতানুসারে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ মূলতঃ দু'ধরনের। মানুষের আচরণের এই দুটি ধরন হল যৌক্তিক (logical) এবং অ-যৌক্তিক (non-logical)। যুক্তিসঙ্গত কাজকর্ম বলতে সেই সমস্ত কাজকর্মকে বোঝায় যার দ্বারা উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে যথার্থ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। অ-যৌক্তিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যথার্থ লক্ষ্য বা উপযুক্ত উপায়-পদ্ধতি থাকে না। মানুষের অধিকাংশ কাজকর্মই যুক্তিসঙ্গত নয়। প্যারেটোর অভিমত অনুসারে আদর্শ শাসক শ্রেণীর মধ্যে শৃগাল ও সিংহসদৃশ ব্যক্তিত্বের সম্যক সংমিশ্রণ আবশ্যক। কিছু ব্যক্তি বিচক্ষণতার সঙ্গে সত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তার সঙ্গে চূড়ান্তভাবে কার্যকর করতে সক্ষম হবে। অনুরূপভাবে আবার আর একদল ব্যক্তির মধ্যে থাকবে অনুসন্ধিৎসা কল্পনা শক্তি, বিচার-বিবেচনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিবেকহীনতা। একটি সরকারের প্রকৃতি নির্ভর করে এই দু'ধরনের গুণাবলীর সংমিশ্রণের আনুপাতিক হারের উপর। সরকারী ক্ষমতায় সিংহসদৃশ্য ব্যক্তিসম্পন্ন মানুষের আধিক্য ঘটলে সরকারী কাজকর্মে সেই সমস্ত গুণাবলীর অভিব্যক্তি ঘটবে; আবার শৃগাল-সদৃশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের আধিক্য ঘটলে, সরকারের প্রকৃতিতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে শাসক-এলিট শ্রেণীতে এক সময় সিংহসদৃশ ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য এবং পরবর্তী সময়ে শৃগালসদৃশ ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এবং ক্রমান্বয়ে এই ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। প্যারেটো এই ধারাকে বলেছেন এলিটদের আবর্তন (circulation of elite) বা একজন এলিটের পরিবর্তে আর একজন এলিটের আগমন, অথবা এলিট ও অ-এলিটদের মধ্যে ব্যক্তিবর্গের আবর্তন। এলিটদের আবর্তন এলিট শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে এবং অ-এলিট শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে। একজন এলিটের দ্বারা আর একজন এলিটের অপসারণ ক্রমিক প্রক্রিয়ায় অনুপ্রবেশের মাধ্যমে হতে পারে, আবার হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে হতে পারে। শাসক এলিটদের এমন ব্যক্তিবর্গকে এলিটশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক যাদের মধ্যে উচ্চতর শ্রেণীর উৎকৃষ্ট গুণাবলী ও শাসিত শ্রেণীর সমর্পণকারী মনোভাবের সংমিশ্রণ ঘটেছে। শাসক-এলিট ও অ-শাসক-এলিটদের উচিত নবতম ও অধিকতর উৎকর্ষমূলক গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিদের স্ব স্ব শ্রেণীতে প্রবেশ করতে দেওয়া। অন্যথায় অহিংস অভ্যুত্থান বা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে অসমর্থ শাসক-এলিটদের অবস্থানচ্যুতি ঘটবে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "...when the elite no longer possesses the residues necessary for keeping itself in power and, at the same time, at the lower strata of society the necessary residues are sufficiently manifest, then the declining elite recruits new elements from the lower strata and thereby restores its vitality."

এলিটদের আবর্তন

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি (Institutional Approach)

এলিটবাদের প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হিসাবে সি. রাইট মিলস্ (C. Wright Mills)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিলসের লেখা *The Power Elite* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

এলিট শাসন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মিলস্ প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁরাই ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে পারেন এবং করেন। সমাজের বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠানের

উচ্চস্থানে আসীন হতে পারলে সর্বোচ্চ অবস্থানের সুবিধা করায়ত্ত করা যায়। সমাজের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক অবস্থানে যাঁরা অবস্থিত তাঁদের নিয়েই এলিট শ্রেণী গঠিত হয়। মিলস্ এ ক্ষেত্রে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হল সামরিক বাহিনী, বৃহৎ করপোরেশন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। এই তিন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক এলিট বা ক্ষমতাবান এলিট শ্রেণীর মধ্যে সক্রিয়। এই তিন সংগঠনের এলিটদের নিয়ে সংযুক্তভাবে গঠিত হয় ক্ষমতা-এলিট (Power-Elite)। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "Power, thus according to Mills, is attached to institutions and the elite formation is made possible only in the context of these vital institutions." মিলস্ প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কথা বলেছেন। সংশ্লিষ্ট তিন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক এলিটরা সংযুক্ত হয়ে ক্ষমতা এলিট গঠন করেন। এই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক এলিটদের সংযুক্ত হওয়ার কারণ হল অভিন্ন সামাজিক পটভূমি, পারস্পরিক ভূমিকা বিনিময় ও অধিক্রমণ প্রভৃতি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ "The greater is this institutional proximity the higher is the degree of cohesiveness that the power elite enjoys."

ক্ষমতা-এলিট

(ঘ) আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Economic Approach)

এলিটবাদের আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত হলেন জেমস্ বার্নহ্যাম (James Burnham)। তাঁর *The Managerial Revolution* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। বার্নহ্যাম ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কিত মার্কসীয় বক্তব্যকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে মানবজাতির সামাজিক ও রাজনীতিক সাম্যবাদ একেবারে অবাস্তব বিষয়। মানবসমাজে সর্বদাই এলিট-শাসন অব্যাহত থাকবে। সকল সমাজেই ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর শাসন বা এলিট-শাসন সব সময়ই কায়েম হবে। এলিট-শাসনের অবসান অসম্ভব। সুতরাং শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজও অসম্ভব। তবে, বার্নহ্যামের মতানুসারে এলিট শ্রেণীর গঠন বিন্যাসে পরিবর্তন নিতান্তই স্বাভাবিক।

এলিট-শাসন অবধারিত

যাইহোক এলিটদের ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মার্কসীয় দর্শনের আর্থনীতিক নিয়তিবাদের (economic determinism) সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে এলিটদের ক্ষমতার উৎস হল আর্থনীতিক। এলিট গোষ্ঠী উৎপাদনের উৎসগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এবং এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সুবাদে এলিটরা সমাজের বণ্টন ব্যবস্থায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। এই আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ এলিট শ্রেণীকে রাজনীতিক ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ "According to Burnham, a group achieves dominance in a society by means of its control over the means of production. By virtue of this control this group is able to deny others an access to the means of production and enjoys a preferential treatment in the distribution of the product."

আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উৎস

কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এলিট শ্রেণীর পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা কালক্রমে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা আরামের অবসর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আগে পুঁজিপতিরাই ছিল উৎপাদন-উপাদানসমূহের মালিক এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালক। কিন্তু এক সময় পুঁজিপতিরা মূলধন যোগানের বিষয়টি নিজেদের হাতে রেখে পরিচালনার বিষয়টি পেশাদার পরিচালকমণ্ডলীর হাতে ছেড়ে দেয়। আধুনিককালের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পরিচালন পদ্ধতির জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ

পরিচালক-এলিটরা রাজনীতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়

পরিচালকমণ্ডলীর এই ভূমিকার অপরিহার্যতাও অনস্বীকার্য। এইভাবে এক সময় পুঁজিপতিরা মুনাফাভোগীর অবসর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পরিচালকমণ্ডলীর হাতে চলে যায়। এই পরিচালকমণ্ডলী ধীরে ধীরে উৎপাদন-উপাদানের ক্ষেত্রে প্রবেশের বিষয়টিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এইভাবে কালক্রমে সমাজের সমগ্র অর্থনীতির উপর পরিচালক শ্রেণীর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। পরিচালকশ্রেণী উৎপাদন-উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই সুবাদে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এ রকম পরিস্থিতিতে পুঁজিপতি শ্রেণীকে অপসারিত করে পরিচালক-এলিটরা নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করে। আর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকার পরিচালক-এলিটদের রাজনীতিক ক্ষমতার অধিকার প্রদান করে।

এলিটবাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে কতকগুলি সাধারণ নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে রাজনীতিক ক্ষমতার বণ্টন প্রসঙ্গে এই নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। রাজনীতিক ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতার বণ্টন সংক্রান্ত এই মূল নীতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) সকল সমাজেই মুষ্টিমেয় মানুষের শাসন পরিলক্ষিত হয়। এই সংখ্যালঘু শাসকদের বলা হয় রাজনীতিক এলিট। সংখ্যাল্প রাজনীতিক এলিটদের হাতে রাজনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।

(২) সমাজে রাজনীতিক এলিটরা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থিত। এই অবস্থায় অ-এলিট ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রবেশকে রাজনীতিক এলিটরা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিক এলিটদের দ্বারা আরোপিত শর্তসাপেক্ষেই কেবল অ-এলিটদের কেউ কেউ এলিট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

(৩) সংখ্যালঘু এলিটরা আত্মসচেতন ও সুসংহত একটি চক্রীদল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসক-এলিটদের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা হল অসংগঠিত। উচ্চাসনে আসীন সংখ্যালঘু শাসক-এলিটদের তারা কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এলিটদের দ্বারা শাসিত হতে তারা বাধ্য হয়।

(৪) মানবসমাজমাত্রেই শ্রেণীবিন্যস্ত। এই শ্রেণীবিন্যাসের প্রভাব সমাজের রাজনীতিক ক্ষমতার পরিকাঠামোর উপরও পড়ে।

(৫) রাজনীতিক এলিটদের ক্ষমতাশালী হওয়ার পিছনে বিভিন্ন কারণ বর্তমান। এ বিষয়ে বিভিন্ন এলিটবাদী সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্যারেটোর অভিমত অনুসারে রাজনীতিক এলিটরা যথোপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক গুণগত যোগ্যতাযুক্ত। মসকার মতানুসারে রাজনীতিক এলিটরা সংখ্যাল্প। তাই তাদের মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতা অধিক মাত্রায় বর্তমান। মিচেলস্-এর মতানুসারে শক্তিশালী নেতৃত্ব ছাড়া কোন সংগঠনই সফল হতে পারে না। সি. রাইট মিল্স-এর মতানুসারে রাজনীতিক এলিটরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্চতম আসনে আসীন। বার্নহ্যামের অভিমত অনুসারে রাজনীতিক এলিটরা উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

(৬) এলিটবাদীদের মতানুসারে ক্ষমতা হল পুঞ্জীভবনশীল। ক্ষমতার ভিত্তিতে আর্থনীতিক সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করা যায়। এবং তারফলে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। অর্থাৎ ক্ষমতা অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের পথ প্রস্তুত করে।

সমালোচনা (Criticism)

রাজনীতিক ক্ষমতা ও ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কিত এলিটবাদী তত্ত্ব বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। বাস্তবে এলিটবাদের প্রায়োগিক গুরুত্ব ও উপযোগিতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবাদী আলোচনা

পরিচালকমণ্ডলীর এই ভূমিকার অপরিহার্যতাও অনস্বীকার্য। এইভাবে এক সময় পুঁজিপতিরা মুনাফাভোগীর অবসর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পরিচালকমণ্ডলীর হাতে চলে যায়। এই পরিচালকমণ্ডলী ধীরে ধীরে উৎপাদন-উপাদানের ক্ষেত্রে প্রবেশের বিষয়টিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এইভাবে কালক্রমে সমাজের সমগ্র অর্থনীতির উপর পরিচালক শ্রেণীর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। পরিচালকশ্রেণী উৎপাদন-উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই সুবাদে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এ রকম পরিস্থিতিতে পুঁজিপতি শ্রেণীকে অপসারিত করে পরিচালক-এলিটরা নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করে। আর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকার পরিচালক-এলিটদের রাজনীতিক ক্ষমতার অধিকার প্রদান করে।

এলিটবাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে কতকগুলি সাধারণ নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে রাজনীতিক ক্ষমতার বণ্টন প্রসঙ্গে এই নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। রাজনীতিক ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতার বণ্টন সংক্রান্ত এই মূল নীতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) সকল সমাজেই মুষ্টিমেয় মানুষের শাসন পরিলক্ষিত হয়। এই সংখ্যালঘু শাসকদের বলা হয় রাজনীতিক এলিট। সংখ্যাল্প রাজনীতিক এলিটদের হাতে রাজনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।

(২) সমাজে রাজনীতিক এলিটরা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থিত। এই অবস্থায় অ-এলিট ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রবেশকে রাজনীতিক এলিটরা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিক এলিটদের দ্বারা আরোপিত শর্তসাপেক্ষেই কেবল অ-এলিটদের কেউ কেউ এলিট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

(৩) সংখ্যালঘু এলিটরা আত্মসচেতন ও সুসংহত একটি চক্রীদল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসক-এলিটদের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা হল অসংগঠিত। উচ্চাসনে আসীন সংখ্যালঘু শাসক-এলিটদের তারা কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এলিটদের দ্বারা শাসিত হতে তারা বাধ্য হয়।

(৪) মানবসমাজমাত্রেই শ্রেণীবিন্যস্ত। এই শ্রেণীবিন্যাসের প্রভাব সমাজের রাজনীতিক ক্ষমতার পরিকাঠামোর উপরও পড়ে।

(৫) রাজনীতিক এলিটদের ক্ষমতাশালী হওয়ার পিছনে বিভিন্ন কারণ বর্তমান। এ বিষয়ে বিভিন্ন এলিটবাদী সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্যারেটোর অভিমত অনুসারে রাজনীতিক এলিটরা যথোপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক গুণগত যোগ্যতাযুক্ত। মসকার মতানুসারে রাজনীতিক এলিটরা সংখ্যাল্প। তাই তাদের মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতা অধিক মাত্রায় বর্তমান। মিচেলস্-এর মতানুসারে শক্তিশালী নেতৃত্ব ছাড়া কোন সংগঠনই সফল হতে পারে না। সি. রাইট মিল্স-এর মতানুসারে রাজনীতিক এলিটরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্চতম আসনে আসীন। বার্নহ্যামের অভিমত অনুসারে রাজনীতিক এলিটরা উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

(৬) এলিটবাদীদের মতানুসারে ক্ষমতা হল পুঞ্জীভবনশীল। ক্ষমতার ভিত্তিতে আর্থনীতিক সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করা যায়। এবং তারফলে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। অর্থাৎ ক্ষমতা অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের পথ প্রস্তুত করে।

৭.১০. কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Authority)

কর্তৃত্বের ধারণা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃত্বের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কর্তৃত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। কর্তৃত্বের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) ক্ষমতা-সম্পর্ক (Power Relationship) : ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণকারীদের উপস্থিতি বর্তমান। এই ক্ষমতা-সম্পর্ক বহাল থাকে যদি কর্তৃত্বের সঙ্গে ক্ষমতাকে কার্যকর করা হয়। ক্ষমতা সম্পর্ককে অব্যাহত রাখার জন্য ক্ষমতাকে কর্তৃত্বে রূপান্তরিত করা আবশ্যক। তাছাড়া অনায়াসে ক্ষমতাকে কার্যকর করার জন্য কর্তৃত্বের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

(২) বৈধতা (Legitimacy) : কর্তৃত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাভ করা যায় না। আবার অনায়াসেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কর্তৃত্ব অর্জন করতে হয়। তাঁর জন্য সংগঠিত উদ্যোগ আবশ্যক। ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে ক্ষমতা-প্রভাবিতের (power adressee) স্বীকৃতি লাভের জন্য এই উদ্যোগ দরকার। ক্ষমতাবানকেই এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হয়। বিভিন্ন পথে এই উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। প্রচার পরিকল্পনা এ ক্ষেত্রে একটি উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন সরকার নিজেদের সমর্থনে বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য ও মূল্যবোধ প্রচার করে। এ ধরনের প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ক্ষমতার বৈধতা অর্জন করা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : ''Legitimacy ...has to be secured. There may be different ways of acquiring this legitimacy and various means may be adopted for this purpose.''

(৩) সীমাবদ্ধ বলপ্রয়োগ (Limited use of Force) : কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এবং নিতান্তই কম পরিমাণে বলপ্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনীতিক কর্তৃত্বের স্বার্থেই এটা হওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডালের (Robert A. Dahl) অভিমত প্রণিধানযোগ্য। *Modern Political Analysis* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বলেছেন : ''It is far more economical to rule by means of authority than by means of coercion.''

(৪) অনুমোদন (Sanction) : অনুমোদন হল কর্তৃত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। অনুমোদন দু'ধরনের হতে পারে। অনুমোদনের এই দুটি ধরন হল ইতিবাচক এবং নেতিবাচক। ইতিবাচক অনুমোদন পারিতোষিকের আকারে প্রতিপন্ন হয়। অপরদিকে নেতিবাচক অনুমোদন হল শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি। প্রাচীনকালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। বর্তমানে ক্ষমতাবানকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের উপর জোর দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : ''To apply negative sanctions by way of giving penalties and causing deprivations, no doubt, requires sufficient resources and in case of applying positive sanctions be way of giving or promising rewards this requirement naturally will be much higher.''

(৫) মতাদর্শ (Ideology) ঃ আধুনিককালে রাজনীতিক কর্তৃত্বের ভিত্তি হিসাবে মতাদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মতাদর্শ শাসক সরকার এবং শাসিত জনসাধারণের জন্য একটি আদর্শমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। মতাদর্শ এক দিকে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। আবার অপরদিকে মতাদর্শ নিয়ম-নীতি অনুসারে কর্তৃত্ব প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। কতকগুলি মূল্যবোধ কর্তৃত্বের পিছনে অনুমোদন হিসাবে কাজ করে। ক্ষমতাবানকে এই মূল্যবোধগুলিকে মান্য করে চলতে হয়। অন্যথায় ক্ষমতাবানের কর্তৃত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। যে ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের বলবৎ যোগ্যতা প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে, মতাদর্শগত সমর্থন একান্তভাবে আবশ্যক। মতাদর্শ কর্তৃত্বের পিছনে আবেগপূর্ণ অনুমোদন বা ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতিক কর্তৃত্বের পিছনে মতাদর্শগত সমর্থনের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আবার অস্থির বা অস্থায়ী রাজনীতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিক কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বের বৈধতার বিষয়টি অতিমাত্রায় সমস্যাপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। এরকম পরিস্থিতিতে কর্তৃত্বের বৈধতার ভিত্তি হিসাবে মতাদর্শগত সমর্থন অত্যন্ত জরুরী। মতাদর্শগত ভিত্তি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বৈধতার বিষয়টিকে নিরাপদ করে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ ''In ideology there is always a strong emotive element. And this emotive element is fully utilised by the power holder to legitimise the use of his power.''

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে মতাদর্শগত আন্দোলন রাজনীতিক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে পরিচালিত হতে পারে। যে কোন দেশে একটি মতাদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হয়। দেশে যদি দুই বা ততোধিক পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ বর্তমান থাকে তাহলে রাজনীতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। আবার দেশে একটি মতাদর্শের প্রাধান্য সরকারের স্থায়িত্বের সহায়ক এ কথা ঠিক। কিন্তু এর কিছু প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াও আছে। এরকম ক্ষেত্রে বিরোধী মতাদর্শকে দমন করা হয় এবং তারফলে দেশে অমানবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই কারণে আধুনিককালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই পুঁজিবাদী অথবা কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সে সমস্ত দেশে ধনতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রাধান্য বর্তমান, সেখানে সাম্যবাদের বিকাশকে প্রতিহত করা হয়। বিপরীতক্রমে যে সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমান সেখানে পুঁজিবাদী চিন্তা-চেতনাকে নির্মূল করার ব্যাপারে যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করা হয়। আবার মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থা ইসলামী মতাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এই সমস্ত দেশে ইসলাম-বিরোধী বা অ-ইসলামী কোন মতাদর্শের জায়গা হয় না।

৭.৯. রাজনীতিক কর্তৃত্ব (Political Authority)

নিজের থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষমতা কার্যকর হয় না। ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হয় যে-কোন ধরনের কর্তৃত্বের। সুতরাং কর্তৃত্ব সহযোগে ক্ষমতা কার্যকর প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ কর্তৃত্বহীন ক্ষমতা অর্থহীন প্রতীয়মান হয়। রাজনীতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। রাজনীতিক ক্ষমতা মূর্ত হয়ে উঠে রাজনীতিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে। রাজনীতিক কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে রাজনীতিক ক্ষমতা বিমূর্ত থাকে। বস্তুত সকল রাজনীতিক ব্যবস্থারই অন্যতম সর্বজনীন উপাদান হল রাজনীতিক কর্তৃত্ব। অর্থাৎ রাজনীতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে রাজনীতিক ক্ষমতা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বল তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : ''Political power usually accompanied by authority.'' সুতরাং রাজনীতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত আলোচনাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য রাজনীতিক কর্তৃত্বের আলোচনা একান্তভাবে অপরিহার্য।

রাজনীতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত

কর্তৃত্বের বিষয়টি যে-কোন রাজনীতিক ব্যবস্থায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতিক ক্ষমতার প্রয়োগ সহজ ও স্বচ্ছন্দ করার জন্য রাজনীতিক কর্তৃত্ব অপরিহার্য বিবেচিত হয়। ক্ষমতা এবং ক্ষমতাতে জনসাধারণের সহজ ও স্বাভাবিক স্বীকৃতির ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় কর্তৃত্বের। সমাজজীবনে কর্তৃত্বের ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকাইভার (R.M.MacIver) তাঁর *'আধুনিক রাষ্ট্র' (Modern State)* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে, মানবজীবনে কর্তৃত্ব সর্বত্র ও সর্বদা বিদ্যমান থাকে। কর্তৃত্ব পরিবর্তিত হয় না। পরিবর্তিত হয় কর্তৃত্বের আকার ও প্রকার। কর্তৃত্ব কোন আদিম নৈরাজ্য থেকে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়নি। বরং বলা যায় যে, আদিম কর্তৃত্বই বিভিন্ন দিকে বিবর্তিত হয়েছে এবং তার বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের অভিব্যক্তি ঘটেছে আধুনিক রাষ্ট্রে।

ধারণাটির গুরুত্ব

রাজনীতিক ক্ষমতা স্থায়ী ও কার্যকর হওয়া দরকার। রাজনীতিক ক্ষমতা যদি স্থায়ী না হয়, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল হয়, তা হলে তা কার্যকর হতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে রাজনীতিক ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য বজায় থাকে না। আবার ক্ষমতাকে স্থায়ী ও কার্যকর করার জন্য শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ বা পুরস্কার প্রদানের প্রলোভন যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। ক্ষমতা স্থায়ী ও কার্যকর হয় যদি জনগণ ক্ষমতার বৈধতায় (legitimacy) বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হয়। অর্থাৎ ক্ষমতা বৈধ বলে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। সাধারণভাবে ক্ষমতার বৈধতার ধারণা বিমূর্ত। ক্ষমতার বৈধতার ধারণা মূর্ত হয়ে উঠে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে। এই কাঠামোটিই হল কর্তৃত্ব। ক্ষমতা বৈধতাযুক্ত হলে কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কর্তৃত্বের উদ্ভব হয় ক্ষমতা ও বৈধতার সমন্বয়ে। বৈধতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা দরকার। লিপসেট (S. M. Lipset) তাঁর *Political Man* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে বৈধতা বলতে বোঝায় বিদ্যমান রাজনীতিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানই যে সমকালীন সমাজের স্বার্থে সর্বাধিক উপযোগী সে বিষয়ে বিশ্বাস গড়ে তোলা ও আস্থা বজায় রাখা। রাজনীতিক কর্তৃপক্ষের

ক্ষমতার বৈধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

শাসনাধিকার এবং সঙ্গে সঙ্গে শাসিতের আনুগত্যের নীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বৈধতা হিসাবে বিবেচিত হয়। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতাকে বৈধ বলে স্বীকার করে, যখন তাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনীতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে ক্ষমতা প্রয়োগের সুসামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হয়। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার দীর্ঘকালীন অস্তিত্বের স্বার্থে বৈধতার স্বীকৃতি একান্তভাবে অপরিহার্য। তা না হলে রাজনীতিক ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

আধুনিক চিন্তাবিদ্ রবার্ট ডাল (Robert Dahl)-এর অভিমত অনুসারে কর্তৃত্ব বলতে 'বৈধ-প্রভাব'-কে বোঝায়। নাগরিকদের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের স্বীকৃতিই হল 'বৈধতা'। আলফ্রেড-ডি-গ্রাজিয়া (Alfred-de-Grazia)-র মতানুসারে কর্তৃত্ব হল 'বৈধ ক্ষমতা' (legitimate power)। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনিও কর্তৃত্ব বলতে 'বৈধ ক্ষমতা' বা 'ক্ষমতা' ও 'বৈধতা'-র সমন্বিত রূপকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয় 'ক্ষমতা' ও 'বৈধতা' এই দুটি উপাদানের সম্মিলনে। বস্তুত ক্ষমতা ছাড়া কর্তৃত্বের অস্তিত্ব অসম্ভব; অনুরূপভাবে আবার বৈধতা ব্যতিরেকে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতার অস্তিত্ব অসম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয় আদেশ বলবৎ করণের ক্ষমতা এবং আদেশের সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধের সামঞ্জস্য সাধন এই দু'য়ের সমন্বয়ের ভিত্তিতে।

বৈধ ক্ষমতা

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয় যে, দুটি উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় কর্তৃত্বের। এই দুটি উপাদানের একটি হল 'ক্ষমতা' এবং অপর উপাদানটি হল 'বৈধতা'। সুতরাং রাজনীতিক কর্তৃত্ব হল বৈধ রাজনীতিক ক্ষমতা। শাসনের ক্ষমতা বৈধতার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করে। ক্ষমতাকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য বৈধতা অপরিহার্য বিবেচিত হয়।

ক্ষমতা সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বৈধতা সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। বৈধতা হল এক গভীর বিশ্বাস বা প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা। প্রচলিত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতি যে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী এবং কল্যাণকর সেই বিষয়ে এই ক্ষমতার কথা বলা হয়। প্রত্যেক জনগোষ্ঠী তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনীতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে যে রাজনীতিক ব্যবস্থা বা ক্ষমতা সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে বৈধ বলে মনে করে। যথার্থ কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয় দুটি উপাদানের সম্মিলনের মাধ্যমে। এই দুটি উপাদান হল আদেশ করার ক্ষমতা এবং সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সহজ স্বাভাবিক স্বীকৃতি। অধ্যাপক বল (Alan R. Ball) কিন্তু শাসক বা শাসনের অনুমোদন অথবা বৈধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। রাজনীতিক কর্তৃত্ব হিসাবে তিনি শাসন করার অধিকারের স্বীকৃতির কথা বলেছেন। বাস্তবে কিন্তু বৈধতার দ্বারাই শাসন করার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। এবং বৈধতাকে সুসংহত ও শক্তিশালী করে অনুমোদন। কোন কর্তৃত্বই বৈধতা ব্যতিরেকে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা

ক্ষমতার অস্তিত্ব সত্ত্বেও বৈধতার অভাবের জন্য কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয় না। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু কেবলমাত্র বৈধতার অভাবের কারণে এই সামরিক সরকারের রাজনীতিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় না। তবে কর্তৃত্ব ছাড়াই বেশ কিছুদিনের জন্য ক্ষমতাকে বজায় রাখা সম্ভব, কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য তা সম্ভব নয়। সুতরাং রাজনীতিক ক্ষমতা ও রাজনীতিক কর্তৃত্বের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। অর্থাৎ এই দুটি ধারণা সমার্থক নয়। অধ্যাপক বল (Alan. R. Ball) তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "Political

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব

power may be divorced from political authority in that the right to the exercise of political power may not be recognised.''

অধ্যাপক ম্যাকাইভার তাঁর 'আধুনিক রাষ্ট্র' শীর্ষক গ্রন্থে কর্তৃত্বের ধারণাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত উল্লেখ করা আবশ্যক। ম্যাকাইভারের মতানুসারে ''কর্তৃত্বের সঙ্গে সংযুক্ত আছে অনুগতদের স্বার্থ। কর্তৃত্ব বলতে হস্তান্তরিত ও গৃহীত এক বিষয়কে বোঝায়। এর মূলে আছে তারাই যাদের উপর তার প্রয়োগ ঘটে। জনসাধারণের কল্যাণই হল কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা। কর্তৃত্বের মধ্যে যতটুকু ভয় থাকে, তার থেকে বেশী থাকে আশা। কর্তৃত্বের মধ্যে যতটা বলপ্রয়োগ, প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা বা নির্দেশ দান বর্তমান, তার থেকে বেশী থাকে নিয়ম-কানুনের প্রয়োগ। কর্তৃত্বকে আনুগত্যের হাতিয়ার বলা ঠিক নয়; এ হল সমন্বয় সাধনের উৎকৃষ্ট উপায়। কর্তৃত্বের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক থাকে না, তবে তার সীমারেখা থাকে। কর্তৃত্বের সীমারেখা নিহিত আছে ঐতিহ্য ও সাবেক রীতিনীতি, দায়িত্ব কায়েমকারী জনমত এবং লিখিত সংবিধানে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হয় না। কর্তৃত্ব কাজের উপর প্রযুক্ত হয়। কিন্তু চিন্তাচেতনা ও মতামতের উপর কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হয় না। কর্তৃত্বের নির্দেশ আসে বিধিবদ্ধ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে; ব্যক্তিগত নির্দেশের আকারে নয়। নিজের বিধি-নিষেধের প্রতি কর্তৃপক্ষও অনুগত থাকে। যাদের প্রতি কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হয়, তার উদ্ভব ঘটে তাদের থেকেই। সুতরাং কর্তৃত্ব এইভাবে স্থিরীকৃত ও সীমিত হয়। কর্তৃত্ব নিজেও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে কর্তৃত্বের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে যায়।''

অধ্যাপক ম্যাকাইভারের অভিমত

'বৈধ ক্ষমতা' বা কর্তৃত্ব সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েবার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) তাঁর *The Theory of Social and Economic Organisations* শীর্ষক রচনায় রাজনীতিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ওয়েবারের অভিমত অনুসারে কর্তৃত্ব হল বৈধ ক্ষমতা। তাঁর মতানুসারে বৈধতা হল নাগরিকদের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের স্বীকৃতি। বস্তুত আদেশের সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধের সামঞ্জস্য সাধন এবং আদেশ মান্য করানোর দক্ষতার ভিত্তিতে কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়। ক্ষমতা বৈধতাযুক্ত হলে প্রতিষ্ঠিত হয় ও কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়। এবং দুটি উপায়ে তা হয়ে থাকে। এই উপায় দুটি হল (এক) সাংবিধানিক আইনের স্বীকৃতি ও (দুই) ব্যাপক জন স্বীকৃতি।

ম্যাক্স ওয়েবার

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অ্যালান বলের অভিমত আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁর মতানুসারে যথার্থ রাজনীতিক কর্তৃত্ব বলতে শাসন করার অধিকারের স্বীকৃতিকে বোঝায়। রাজনীতিক কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয় শাসনের অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে। শাসক এই স্বীকৃতি ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা পুরস্কার প্রদানের প্রলোভনের মাধ্যমে অর্জন করতে পারেন। এবং এইভাবে শাসক তাঁর অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন। অধ্যাপক বল বলেছেন : ''Political authority is the recognition of the right to rule irrespective of the sanctions the ruler may possess.''

অ্যালান বল

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কর্তৃত্ব হল একটি সাধারণ ধারণা। কর্তৃত্বের বিষয়টি কেবলমাত্র রাজনীতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ধারণা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া আবশ্যক। সামাজিক ও রাজনীতিক কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। রাজনীতিক কর্তৃত্ব অপরিহার্যভাবে ক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ক্ষমতা ব্যতিরেকে রাজনীতিক কর্তৃত্বের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কহীন কর্তৃত্বই স্বাভাবিক প্রতিপন্ন

সামাজিক ও রাজনীতিক কর্তৃত্ব

হয়। সামাজিক কর্তৃত্ব হল ক্ষমতাহীন কর্তৃত্ব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, অবাধ্য সন্তানের উপর পিতার কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রশ্ন অবান্তর। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাহীন রাজনীতিক কর্তৃত্বের কথা ভাবা যায় না। তা ছাড়া সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রেই রাজনীতিক কর্তৃত্বের প্রয়োগ অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। এ কথা সামাজিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে খাটে না। সামাজিক কর্তৃত্বের প্রয়োগ যোগ্যতার পরিধি অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। পিতা তাঁর সন্তানের উপর যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, দুর্বিনীত প্রতিবেশীর উপর তা প্রয়োগ করতে পারেন না।